1 AUG 2017

'সভাপতির হুমকিতে' বিদ্যালয় শিক্ষকশূন্য

মানিকগঞ্জের নতুন বসতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ ●

বিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষককে 'হুমকি দিয়েছিলেন' ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। এরপর তাঁরা নিরাপত্তার শঙ্কায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে বদলির আবেদন জানান। লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কায় গতকাল সোমবার ওই শিক্ষকেরা বিদ্যালয়েও যাননি। তাঁদের সবাইকে একযোগে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নতুন বসতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘটেছে এ ঘটনা।

চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতির দায়িত্ব পান সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম মিয়া।

শিক্ষকেরা বলেন, সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সেলিম মিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন। গত ২৬ এপ্রিল কমিটির সভায় তিনি কমিটির সদস্যসচিব ও প্রধান শিক্ষক শাহানা আকতারকে লাঞ্ছিত করেন। এরপর প্রধান শিক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে স্কুল থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেন।

বিদ্যালয় সূত্রমতে, গত অর্থবছরে বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের জন্য এক লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত ২০ জুন ওই বরাদ্দের চেক প্রধান শিক্ষক হাতে পান। সভাপতি ওই চেক জোর করে প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে নেন ও টাকা উত্তোলন করেন। সেই টাকা চাইলে হুমকি-ধমকি দেন।

প্রধান শিক্ষক শাহানা আকতার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সভাপতি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আমি নাকি সাংবাদিকদের বলেছি তিনি (সভাপতি) রাতে স্কুলকক্ষে মাদক সেবন করেন। অথচ আমি এমন অভিযোগ করিনি। এরপর থেকে তিনি আমার বিরুদ্ধে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। আমাকেসহ অন্য শিক্ষকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। নিরাপত্তাহীনতার কারণে আমরা বদলির আবেদন করেছি।'

বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষিকারা বলেন, তাঁদের কাছ থেকে হাজিরা খাতায় নিয়মিত সই নেওয়ার জন্য সভাপতি বিদ্যালয়ের পিয়নকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি তাঁদের জন্য মানহানিকর। এ ছাড়া কোনো কারণ ছাড়াই সভাপতি তাঁদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ওই বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সদস্য বলেন, গত বুধবার কমিটির সভা হয়। ওই সভায়ও কমিটির সভাপতি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাঁকে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বিদ্যালয় শিক্ষকশূন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ অস্বীকার করে সভাপতি সেলিম মিয়া বলেন, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি ঠিকমতো ক্লাস নেন না, প্রাইভেট পড়ান।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক শাহানা আকতার বলেন, এগুলো মিথ্যা অভিযোগ। তবে স্কুল সময়ের আগে তিনি প্রাইভেট পড়ান বলে স্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮৯ জন। বিদ্যালয়টি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ায় গতকাল পাঠদান বন্ধ ছিল। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, বিদ্যালয়ের এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের সন্তানদের পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সায়েম মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের সভাপতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। নিরাপত্তার স্বার্থে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত আছেন। এ কারণে তাঁদের তাঁর কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিদ্যালয়টি শিক্ষকশূন্য। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী বলেন, 'ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি শিক্ষিকাদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন বলে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সদরের ইউএনও মুহাম্মদ শাহাদত খন্দকার বলেন, শিক্ষকদের অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একযোগে সব শিক্ষক নিরাপত্তাহীনতায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন থেকে সরে এসেছেন—বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানিকগঞ্জ পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী কামরুল হুদা বলেন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সেলিম মিয়া ২০০৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তবে বর্তমানে তাঁর কোনো দলীয় পদ-পদবি নেই।